দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 DEC 2002
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৩

তিন বছরের ডিগ্রী পাস কোর্স এবং চার বছরের অনার্স কোর্স: মাস্টার্স কোর্সের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৪২ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে অধিভুক্ত কলেজসমূহে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রী পাস কোর্স প্রবর্তন করা হয়। তিন বছর মেয়াদি কোর্সে সকল শাখার জন্য সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ আবশ্যিক হিসেবে ৩০০ নম্বর এবং ৩ পত্র বিশিষ্ট ৪ বিষয়ে (প্রতিপত্রে ১০০×৩×৪) = ১২০০ +৩০০ = মোট ১৫০০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ স্টাডিজ নতুন বিষয়, যার জন্য এখনো কোনো পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়নি। তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রী (পাস) কোর্সের পরীক্ষা পদ্ধতি নিম্নরূপ:

প্রথম বর্ষ পরীক্ষা	*দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা*	*তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা*
১। বাংলা	১। ইংরেজি	১। বাংলাদেশ স্টাডিজ
২। তিনপত্র বিশিষ্ট চারটি বিষয়ের প্রতিটির প্রথম পত্র	২। তিনপত্র বিশিষ্ট চারটি বিষয়ের প্রতিটির দ্বিতীয় পত্র	২। তিনপত্র বিশিষ্ট চারটি বিষয়ের প্রতিটির তৃতীয় পত্র

পরবর্তীকালে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা সংশোধন করে বলা হয় বিষয় চারটি নয় পত্র চারটি, অর্থাৎ চারপত্র বিশিষ্ট তিনটি বিষয়ই থাকবে। এখানে উল্লেখ্য যে, চতুর্থ পত্রের কোর্স কী হবে তা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়নি। শুধু তাই নয় প্রথম বর্ষের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উত্তর পত্র কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং পরীক্ষা অভ্যন্তরীণ হবে না সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করবে তাও স্পষ্ট নয়।

চার বছরের অনার্স কোর্স নিয়েও কম জটিলতা সৃষ্টি হয় নি। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পূর্বের তিন বছরের অনার্স কোর্সকে চার বছরে উন্নীত করা হয়। চতুর্থ বর্ষের অনার্স কোর্সে রাখা হয়েছ মাষ্টার্স শেষ পর্বের কোর্স। তাই মাস্টার্স কোর্সের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মাস্টার্স কোর্স বহাল থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে চলছে বিতর্ক। এখানে মনে রাখা উচিত, 'বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক অনার্স কোর্সের মেয়াদ অনুসরণ করে তিন শিক্ষা বর্ষের বদলে চার শিক্ষাবর্ষের অনার্স কোর্স এবং এক শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স কোর্সের সিদ্ধান্ত হয়। তাই এখন মাস্টার্স কোর্স না রাখার প্রস্তাব কিভাবে ওঠে তা বোধগম্য নয়।

আমরা তার শিক্ষা বর্ষের অনার্স কোর্স এবং তার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবেই এক বছরের মাস্টার্স কোর্স বহাল রাখার পক্ষে। চার বছরের অনার্স কোর্সকে প্রাভশনাল কোর্স বা 'টার্মিনাল ডিগ্রী' যাই বলা হোক না কেন মাস্টার্স কোর্স অবশ্যই পূর্বের মতো বহাল থাকবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। প্রয়োজন বোধে মাস্টার্সের জন্য নতুন কোর্স উদ্ভাবন করতে হবে। যেখানে ডিগ্রী পাস কোর্স তিন বছরের সেখানে অনার্সের পরে এক বছরের মাস্টার্স কোর্স না রাখার কোনো যুক্তি নেই। আমাদের দেশে কোন জাতীয় শিক্ষানীতি না থাকায় প্রায়ই শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি এমনকি পাঠ পরিক্রমা ও পাঠদান নিয়েও ছাত্র-শিক্ষকসহ সবাইকে অনিশ্চয়তায় ভুগতে দেখা যায়। এ অনিশ্চয়তা অবিলম্বে নিরসন হওয়া উচিত বলে, আমরা মনে করি। বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম এ হামিদ খান,
প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ,
আসিয়া হাসান আলী মহিলা কলেজ, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।